PM delivers keynote address at High-Level Segment of ECOSOC

July 17, 2020

প্রধানমন্ত্রী জাতিপুঞ্জের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদের (ECOSOC) উচ্চপর্যায় বিভাগে মুখ্য ভাষণ প্রদান করেছেন

জুলাই 17, 2020

প্রধানমন্ত্রী জাতি পুঞ্জের কেন্দ্রে একটি সংশোধিত জাতি পুঞ্জ সহ সংশোধিত বহুজোটবদ্ধতার ডাক দিয়েছেন, কেউ পিছিয়ে পড়বে না-এই স্থায়ী বিকাশের লক্ষ্যের(এসডিজি) মূল আদর্শের সাথে আমাদের 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস' নীতি প্রতিধ্বনিত হয়েছেঃ প্রধানমন্ত্রী

বিকাশের পথে সামনের দিকে অগ্রসর হবার সময় আমাদের গ্রহের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতার কথা আমরা ভুলে যাইনিঃ প্রধানমন্ত্রী

কোভিড-19 -এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের আরোগ্যের হার পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেশগুলির মধ্যে অন্যতম। এটি অর্জন করতে সাহায্য করছে আমাদের তৃণমূল-স্তরের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাঃ প্রধানমন্ত্রী

এইবছরে, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার **17** ই জুলাই **2020** তারিখে নিউ ইয়র্কে জাতিপুঞ্জে, জাতিপুঞ্জের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদের (ECOSOC) উচ্চপর্যায় বিভাগের অধিবেশনে ভার্চুয়ালি মুখ্য ভাষণ প্রদান করেন।

17ই জুন তারিখে 2021 -22 বর্ষের মেয়াদকালের জন্য অভাবনীয়ভাবে সুরক্ষা পরিষদে (সিকিউরিটি কাউন্সিল) অস্থায়ী সদস্যরূপে ভারত নির্বাচিত হবার পরে প্রসারিত জাতিপুঞ্জ সদস্যপদের সামনে এটি ছিল প্রধানমন্ত্রী প্রথম ভাষণ।

জাতিপুঞ্জের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদের (ECOSOC) উচ্চপর্যায় বিভাগের বিভাগের এই বছরের মূলভাব ছিল "কোভিড-19 পরবর্তী জোটবদ্ধতাঃ 75 তম বার্ষিকীতে কি ধরনের জাতিপুঞ্জ (UN) আমাদের প্রয়োজন"।

জাতিপুঞ্জের 75তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপনের অনুরূপ, এই মূলভাব সম্মলিত জাতিপুঞ্জের সুরক্ষা পরিষদে ভারতের আগামী সদস্যপদের অগ্রগণ্যতাকেও প্রতিধ্বনিত করেছে। প্রধানমন্ত্রী কোভিড-19 পরবর্তী বিশ্বে ভারতের 'সংশোধিত জোটবদ্ধতা'-র আহবানের পুনরাবৃত্তি করেছেন, যেটি সমসাময়িক বিশ্বের বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করেছে।

তার ভাষণে, ইসিওএসওসি-র এবং স্থায়ী বিকাশের লক্ষ্য সহ জাতি পুঞ্জের বিকাশমূলক কাজকর্মের সাথে দীর্ঘ সম্পর্কের কথা প্রধানমন্ত্রী স্মরণ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ভারতের বিকাশমূলক নীতি 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস', কেউ পিছিয়ে থাকবেনা, এই স্থায়ী বিকাশের লক্ষ্যের (এসডিজি) মূল আদর্শের সাথে প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী চিহ্নিত করেছেন যে, এসডিজি লক্ষ্যের-র উপরে ভারতের এই বিশাল জনসংখ্যার আর্থ-সামাজিক সূচকের উন্নতিতে সাফল্য অর্জনের উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলির এসডিজি- লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সহোযোগিতার জন্য ভারতের প্রতিজ্ঞাবদ্ধতার কথাও তিনি বলেছেন। তিনি ভারতের বিকাশের নিরিন্তর প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে "স্বচ্ছ ভারত অভিযান"-এর মাধ্যমে উন্নত শৌচতা অভিযান, মহিলাদের ক্ষমতা প্রদান করা, আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে সুনিশ্চিত করা এবং "সবার জন্য বাসস্থান" প্রোগ্রাম ও "আয়ুস্মান ভারত" স্কিমের মত ফ্ল্যাগশিপ স্কিমের মাধ্যমে বাসস্থান ও স্বাস্থ্যের উপলব্ধতাকে প্রসারিত করা।

প্রধানমন্ত্রী পরিবেশগত সহনশীলতা এবং বায়ো-ডাইভারসিটি সংরক্ষণের প্রতি ভারতের মনোনিবেশের কথাকেও লক্ষণীয়ভাবে উল্লেখ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স এবং কোয়ালিশন ফর ডিজাস্টার রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রতিষ্ঠাতে ভারতের প্রধান ভূমিকার কথাও স্মরণ করেছেন।

এই অঞ্চলে প্রথম প্রতিক্রিয়াকারী হিসেবে ভারতের ভূমিকা সম্পর্কে বলতে গিয়ে, প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন দেশে ওষুধের সরবরাহকে সুনিশ্চিত করার জন্য ভারত সরকার এবং ভারতের ওষুধ কোম্পানিগুলির সহযোগিতার কথা স্মরণ করেছেন, এবং সার্ক দেশগুলির মধ্যে একটি জয়েন্ট রেসপন্স স্ট্র্যাটেজী সমন্বয় সাধনের কথা স্মরণ করেছেন।

ইসিওএসসি-তে প্রধানমন্ত্রীর এটি দ্বিতীয় ভাষণ। এর আগে তিনি 2016 –র জানুয়ারী মাসে ইসিওএসসি-র 70 তম বার্ষিকী উদযাপনে মুখ্য ভাষণ প্রদান করেছিলেন।

নিউ দিল্লি
জুলাই 17,2020

DISCLAIMER : This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release